

৮
২০১৬

কাব্য-প্রকাশ।

নাসিকপত্র।

* সংসার বিষয়কৃত দে এত প্রসন্নফলেন।

কাব্যোত্তরমাসাদিঃ সন্তমঃ সজ্জনৈঃ সহ ॥ "

শকাব্দ ১৭৮৫ ফাল্গুন।

২য় সংখ্যা।

কৌরবদ্যুত কাব্য।

প্রথমসখা।

(গত প্রকাশিতের পর।)

একদম বকৃত্য নাগতে নিশেষিত,
বহিঃ উক্তিও নহে, স্ববলম্বন,
তথাপিও অমনি চইলা সমুখিত,
প্রিয়বাক্যে প্রবেশিতে কুন্তবাক-মম।
(তোহানোদনন কিবা স্বার্থপরগণে,
অথবা রাজার প্রিয় অনুজীবীনে,
একৃত্য কালকাল ভ্রমেও না গণে,
একু-সম্মোহনে অসময়ে অগ্রে বলে।)
হম হম পলক পড়িতে দুঃখটন,
লজাটের চর্ম লঙ্ঘিত প্রসারিত,
হইতেছে, উদিতছে জুড়ুটি আননে,
কহিলা সৌবদ, "কর্ণ! পাকহ পক্কিৎ।"
এত কহি, ভাসবে করিলা নিবারণ,

অগাসরি স্নেহদকর স্পর্শিত মনে,

কুন্তবাক দুঃখোদনে সরি লম্বাশন,

আবস্থিত বক্তব্য, স্তম্ভীত বাচনে

* সত্য সত্য, সন্দেহ কি? সত্য বটে মম,

কিন্তু দেব, চেতন নিচোবি ভাব-মনে,

এতাব—এত, এত তব মনে জড়িত।

পুরাতন ভ্রাতৃত্বে স্থাপিত কি কাব্য-মম

সত্য বটে পাত্রে আশ্রয় করিতে নিমগ্ন,

চক্ষুরত্ন লাগি, কিন্তু চিরজরতন,

৫০ মমের জনা যদি করে ভক্ত-মম,

তাহে তব মমার না তব উদ্দেশ্য,

হনিমম কদাচিত যদি হব দীন,

দীনতা তাহার পাত্রে চোখে পড়বে,

৫১ কিঞ্চিদেব, যেই দীনতায় পিণ্ডিত,

ইদনা-সেব, তার লেশ মাও হুঃখ কর।

হারাউয় স্বাক্ষরিত বিখ্যাবাক্য,

থাকে যদি ওক, মুখু হিন যের জন,

তার প্রেত দুঃখোদন হব সত্য মনে,

৫২ চিরকণ্টকে হুঃখ কর না ভ্রমম।

শ্রীমদৌরবের ভাব বৈরক্তি প্রকাশি,
উত্তরিল। ভানুমতী-বল্লভ তখন,
কি কহিল। “মাতুল আমার, মিষ্টভাষি (১)
বুঝিতে অশক্ত মম অরণ এ মন।”
ভাপন কহিল। তবে “অন্তে সুদীর্ঘ !
সুদীর্ঘতর শকনে। গভীর ভাবার্থক,
সাক্ষা তব, যদিও অবশ্য চিত্তকর,
তথাপিও বুঝিতে হলেম অপারক।
কহ প্রকাশিয়া সব।” কহিল। সৌবল,
না না, আমি কোন কথা কহিল। এমন,

—অন্ত আমি জানিই বা কি বাক্যকৌশল ?—

অসাদা সাক্ষার ভাব করিতে এহল।
তবে কি না। —তবে কি না। এত, বলি আমি,
সত্য দিয়া। দেখেছি বিচারি ছে সূতন,
বে ক্রোধেতে ভাঙিত কৌরবকুলস্থায়ী,
এতঃ—এতঃ নহে সূতন এমন।
কুচরাজ আত্মদুঃখ যেদপ বনম,
করিবেন, তাহে মাত্র এই জামাতায়,
পাণ্ডবদিগের শরণ, বীর্য ভীষণ,
অনস সনান রাহে, কৌরবেশ কাম।
যেদপ কৌন্তেয়গণ কুকুলদেহী,
আমার হৃদয়ে কেন হয়, অনুভিত
বৈরিত সকলি তব কব কি বিশেষি ?
যবে পাণ্ডবংশ-বীজ হয় অঙ্কুরিত,
তখন কৌরবনাশ ললটকলকে
নিখেড়েন বিধাতা। এ অশুভ সকল,
নতুবা কি হেতু হেন তুষ্টিস্তাপাবকে,
এদিকে কৌরবরাজে নিরুত কেবল ?
কুচরাজ-বলিশ হু, কুন্তী-ভ্রমণ,
আমি ভাচাদের সনে সূতন বৈরতা,
উপস্থিত নয়, তবে কি হেতু এমন,
আত্মর কৌরবস্থানী, কহ সেই কখন ?

যে পাণ্ডবগণে করিমারে নির্ধাতন,
নিরুত চেষ্টিত যোরা, শরমে, স্বপনে,
করিতেছি, সচুপায় বাহার চিহ্নন,
ভারলাগি কুণ্ঠিত নৃপতি কি কারণে ?
প্রবল শত্রুকে বীর, নিমর্দন করা,
সহজ এমন নয়, কহ সত্য কি না ?
এসকল বিষয়েতে চাই বৈদগ্ধ্য ধরা,
কোন কার্যে প্রভুলতা, সফলতা, বিদ্যা ?
শত্রুর সৌভাগ্য আর শোণি বিনোদিতা,
যার প্রতিদিন—প্রতিষাম—প্রতিফল,
শুধু হয় শোণিত, ভয়ানক হয় বিয়া,
সেকি পারে শত্রুদলে মর্দিতে কখন ?
“নয়ে কুক কুলেশ্বর সুদীর সুদীর !
পরিহর তুষ্টিস্তা, কি চিন্তা, কিবা ভয় ?
কিছু কাল বৈদগ্ধ্য হোন, উপায় বাহির
করিব, কৌন্তেয়গণ হবে পরাজয়।”
এত যদি কহিল। গাজারাজসুত,
নীরবে থাকিতে আর নারিল। তখন,
উত্তরিল। তুর্ভাগ্য, ফোটে অতিকৃত,
মানস মন্দির তাঁর সজল নয়ন।
“কি কহিল। মাতুল !—কি কহিল। মাতুল !
অসফল আমি, সাহি সফলতা মম ?
বুঝিবার ছল—ইহা বুঝিবার ছল !
কে সফল এ তুর্ভাগ্য তুর্ভাগ্যের মম ?
সফলতা যদি মম শরীরে কিঞ্চিৎ
না থাকিত, পাণ্ডবগণের অপমান,
সম্ম করি, কেমনেতে রয়োজি ভীরিত ?
এখনত, দেখে বাস করিতেছে প্রাণ ?
আমি কি কহিলাম ? না কহিবারীর-ভেজ,
আছে মম ? না আমার আছে বাহুবল ?
বীর্য ? মিথ্যে, আমি নির্বল—নিঃশেষ,
কহিলে অসম্ম করি, আমার কেবল ?

কহ দেখি মাতুল! ভূমিত বিজ্ঞ অজি,
কোন কহ—কোন্ সঙ্কীর্ণ বীরবর,
শত্রুর উন্নতি আর আশ্রয় অবনতি
হেরি পারে নাখিনিতে আকুল অনুর?
পাণ্ডবেরা আতি মম, শ্রেষ্ঠ কিছু নয়,
কি কি না করিল। তাঁরা অসাধা সাধন?
অসামান্য জগতের কোন কার্য হয়?
মম মম দরায় রাজিছে বহুজন!
কহ মাতুল! শতুলক এত সমাগর!
সঙ্কীর্ণ, বিপুলবস্তুপূর্ণ বস্তুমতী,
উপরেতে একজনে আধিপত্য করা,
কৃষ্ণ নহে, পাণ্ডবেরা করিছে সজ্ঞাতি!
শত্রু মম নেত্র নাহি করিল দর্শন,
অসংখ্য লেচন হেরে হযেছে বিস্মিত,
ভূমিগত স্বাক্ষর করিলে নিরীক্ষণ,
বাজস্বয় মহাযজ্ঞ—যাহা লোকাভীত।
এখানে কৌন্তেয়গণ প্রভুত্ব যেমন
সেখাইলা, একপ একুমণ্ডলমান,
দেখাইতে প্রভু বা ঐশ্বর্য এমন,
পারে হেন, আছেন কি কোন কবরাজ?
পাণ্ডবগণের বাহনপেতে দর্পিত,
হরে গোপাশ্রয় কৃষ্ণ চেরি অধীশ্বরে,
অপমান কতনা করিল। অনুচিত,
অবগে সেসব কোভে ছন্দর বিদরে!
এই ঘটনার,—যদি কর বিবেচনা,
ভবে এই ভুবলয়ে বড় রাজগণ,
সবাকার চকরাছে দোর অমামনা,
কি করে তাঁহারা?—মহাবল কৌন্তগণ
সেৱণ প্রভু আর সেৱণ বৈভব,
সেইরূপ ভেজ, আর সেই অহঙ্কার,
নিরীক্ষণ করি—হায় অধিক কি কব?
জিজ্ঞাসা উপায়ে যার, চকু নাই তাঁর।

আশৈশব আয়ার করিছে পার ভব,
ছন্দ পাণ্ডবগণ পদে পদে আর,
সহিয়া, সমরোপেক্ষ রয়েছি সে সব,
৭৪ ভব কহ সচিবতা নাহিক আয়ার?
অমান্য দিনের কথা করিলা অরণ
থাক, তাহা সেদিন অসমনে পাশিরা,
বাহুবলগর্ভী, সেই ভীষ্ম অজ্ঞান,
৭৫ যে অপমানিলা, অরি দক্ষ হয় হিরা।
এই মাত মননেতে করিলা বাহির,
অস্তিত্ব, চইলা কুরুপতি দুর্গোধন,
অক্ষিগুণে প্রবাহিত হল অশ্রুস্রীর,
৭৬ সৌম্য দীর্ঘশ্বাস বীর করিলা কেপন।
কহিলা গদ্যদ ভাবে বিলাপি আদর,
“আমি অতি অজ্ঞান পুত্রমত নই,
জীলোক; তাতেই অপমান ও প্রকার,
৭৭ সজ কর এখনো জীবনে জীয়ে রই!
উত্তরীয় বসনে বুজারে অশ্রুজল,
নাভিমান, সকোপে কহিলা বৈবর্তন,
“কহ কহ মথ, বিশেষিয়ে অবিকল,
৭৮ ভবাতার ভীম, কি কহিল কুবচন?
উত্তরিল। কৌন্তবেশ সক্রমভাষে,
শ্রম ও মথে কহি সেই ভ্রাতার সাবান,
একাকী পাইয়া মোরে অপমান তাবাসে,
৭৯ যেইরূপে সে ভ্রাতা পৃথারয়ে মার।
যুগিষ্ঠির রাজপুরে কোন কোন স্থান,
ক্ষটিকে গচিত, হেরে হল ভ্রম হয়,
উৎকণ্ঠিত বসন, ক্ষটিকে অল আন
৮০ করি, তাহা ছেরিল সে ভীষ্মরোহণ।
আমি ইচ্ছা নাহি আমি, ভ্রমবিদূষিত
ভল মম ভ্রমি পুন কহিল দর্শন,
অদূরেতে সরোবর সরোহ-শাকিত,
৮১ কুহুদ কাহ্নার পূর্ণ অধিনায়ক।

বেরে ছাবিসবি ইহা কুত্রিহ রচন,

বাস্তবিক উক্ত প্রবন্ধ আছে অগণিত,
কুত্রিহ সরাসী ; কিন্তু প্রয়োজ্য তখন
প্রকৃত সরাসী মাগে হলেব পণ্ডিত ।

কুলে বীর্য ছিল তারি দুগিতে সকলে
পারিল আমার ভয়, তখন আমার,

দখিল মানসবন যেহুঃখ জন্মিলে,
বচনের শক্তি নাই তাহা বর্ণিবার ।

তনবন্ধ আমার করিয়া নিরীক্ষণ,
কুলেহতে হি হি করি দন্ত বিকাসিয়া,

কুর নতি রকোদর দুর্মদ, দুর্জয়ন,
'একি ! একি একি !' বলে উঠিল হাসিয়া ।

হে সখে, আমার এই বক্ষস্থলোপরে,
এককালে সংশিত সতত বিষধর,

কিহা হত বক্ষবজ্র ফিথ একবাবে,
তাতেও এরূপ নাহি ব্যথিত অন্তর !

ভীমের সে 'একি একি !' শব্দ ক্রতিমূলে,
পশিয়া বাধিত মোরে করিল যেমন,

বাধিতে নাহিত মোরে সগোত্র সকলে,
নিধন করিয়া সেইরূপ কোনজন ।

ক্লেধ বেধি প্রিয়সখে ! করিয়া বিশেষ,
এই বক্ষস্থল মম লৌহ তি গোঁয়াবে,

কি বজ্রে, কি নিয়া নিরবিন্দা সে লোকেশ
বিধাতা-বা বিধা না হইল অনুমানে !

এত কহি ওষ্ঠদর লাগিয়া সংশিতে,
সজল হইল নেত্র । স্রুতিবচনে,

রাজসখা রাধেয় লাগিল প্রবেশিতে,
কহি 'এর প্রতিশোধ সব এইকণে ।'

কুকরাহি কহিল—নিখাস নিকুপিরা,—
'একপক্ষানের সখে শোধ নাই আর !

একমাত্র আছে—ভীম যথা দাঁড়াইয়া,
হাসিল, সেখানে করি নিমন্ত্রণ তার ।

শূরের নিরম এই চির প্রতিষ্ঠিত,

যথা অবমত্তা শূরে করে অগণমান,

সেইখানে প্রবাহিয়া শত্রুর শোণিত,

পড়িলে বসুধা, তবে রক্তে আত্মপ্রাণ ।

হীনবল আদি বল, পারিষ কেমনে,

সেই ভীমভেজা-ভীমমন্তক ছেদিতে ?

কাজ নাই সখা যম এ যুগাজীবনে,

উচিত না হয় এরে তিনেক রাখিতে !

ইহ জনমের মত প্রদানো বিদায়,

দেহ সখে জন্মশোধ প্রেম আনিজন ।

জুলোকেতে আর দেখা পাবেনা আমার,

পরনৌকে যেমত ব পাই দরশন ।

তবশ্রম্যের সহবাস প্রিয়ভম,

বাঞ্ছনীয় মম সখে জন্মজন্মান্তরে,

কে আছে বাস্তব মম তার তব সম,

সমপিয়া যাই দুঃশাসনে তব করে !

রথকেতু সম স্নেহ করিও উহারে,

ভিন্ন তার মনে না করিও এককণ !

লক্ষ্যণ রহিল !—তুমি প্রাণ সম যারে,

দেখ, সদা কর তার রক্ষণাবেক্ষণ ।

অন্ধ পিতা মম,—তীরে অশ্রা কহিবে !

ভীমরূত অপমান না পারি সহিতে,

হা ! অগণমানিত প্রাণ দেহেতে রহিবে

কেম ? তাই চলিলাম এলোক হইতে !

বোন ভাই দুঃশাসন শরণ করিয়া

জননীকে, দেখ হইও না বিস্ময়ণ,

তীর সেই যথা—সুবাধিক ভয়া পির,

ততুচিত কাব্য নাহি করিহু সাধন,

কেমনা, যে অবমত্তা হার ! আমি তার,

নারিলাম শোণিতে তুহিতে শিরাগলে,

কোন্ যুগে রাতি আদি থাকি বল জার ?

কে বাজে আত্মরক্ষার এতকাল জীবে !

এইরূপ বিলাপ, কবিলে চর্যোদয়,
 'জ্বালাসম, কণ আর সুবল মন্দম,
 বার বেই অতিমত, 'প্রকাশিতে সবুলাউ,—
 'মর্দিতলাজুল সর্প' মত কণ প্রথম,
 গর্জিয়া গভীরস্বরে, সাভিমান, রোষতরে,
 আরস্থিতা বক্তৃতা, সদাক্ষুর-নিয়মে : ১০৬

ইতি কৌরবদ্ব্যুত কাব্যে দুর্ঘোধন
 বিলাপোদ্যম প্রথমঃসর্গঃ।

বিলাপতরঙ্গিণী।

প্রথমসর্গ।

(পতি বিরোগবিধুরা রতি ।)

[যোগীশ্বর শঙ্করের নেত্রানলে কন্দর্প ভ-
 ক্ষীভূত হইলে তদীয় একপ্রাণাপক্লী রতি ব-
 ক্ষ্যমাণরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন ।]

হে জীবিতেশ্বর মম, প্রাণাদিক প্রিয়তম !
 আছত বাঁচিয়ে প্রাণে, কহ সত্য করিয়া ?
 না ! আর বাঁচিয়া কই ? আহা ! তন্মীকৃত অই
 প্রিয়-প্রীতিময়ীমূর্তি, রহিয়াছে পড়িয়া ।

কেন হেন অবস্থার মম প্রাণনাথ ?

হার এ যে দেখি বিনামেধে বজ্রাঘাত !
 হে প্রাণবল্লভ ধর্ম, এ দেহে আছিল তব,
 সৌন্দর্যে বিনাসিজন, উপহার স্থল হে,
 উপমান দ্বার বেই, তার পরিণাম এই,
 নিরীকিয়া কারি না, বাহিবে অজ্ঞান হে

স্বামির ঈদৃশী কথা করিয়া ঈকল,

কি কর্তন্য আমি !—নব রয়েছে জীবন।

তদিত্যাহি সোকে কর, সুকোদল অভিলষ

কামিনীর কলর একথা, গিয়া, হইল।

একথাও সত্য নয়, যদি ইহা সত্য হয়,

আমার জনরু তব, কেন দিয়া রাখিল ?

কসতঃ কঠিন বক্ত কামিনীর প্রাণ,

পাষণ বা বজ্র নয় তাহার সমান !

প্রাণনাথ, এই প্রাণ, তোমার করেছি দান,

জীবন যৌবন সব অর্পণ তোমার হে,

সেই 'হাসি জনপার, মসিনীকে পরিহার,

করি দান যদা, তুমি করি সে প্রকার হে,

সুচির প্রেমের যত্ন করিয়া কর্তন,

চলিলে অপরিচিতজনের মরম !

ওহেনাথ প্রিয়কর, কখন অপ্রিয়কর,

কোন কার্য আমারত করনি সাধন হে,

আদিও বিপ্রীতিকর, কার্য তব প্রাণেশ্বর,

প্রাণ মম গোচরেতে করিনি কখন হে,

তবে এত অশ্রু আজি করিব বর্ষণ,

দর্শন না দেও কেন ? হে প্রিয়দর্শন !

আগে নাথ সন্ধ্যোদয়, না হইতে সম্পূর্ণ,

অজ্ঞানতা মাত্রেতে, হতে উপস্থিত হাসিয়া

এবে ডাকি বারবার, উত্তর না কর তার,

দেখ দুঃখিনীর দশা একবার আসিয়া !

আর কেন যথেষ্ট হয়েছে হে কুলম,

প্রাণবধা পরিচানে আই প্রয়োজন !

করি চিন্তা বহুতর, তোমার অপ্রিয়কর,

কার্য কিছু স্মৃতিপথে, উদ্ভিত না হয় হে,

একমাত্র মনে হয়, কোতুকে খেলি সময়,

করিলে প্রাণেশ তুমি, নামের ব্যত্যয় হে,

তাক্ষীদিয়া আমি তোমা করিব বন্ধন,

সেই দোষে হলে কি হে, নিষ্ঠুর এমন ?

কিবা এক আছে আর, সে সময় একবার,

কর্ণোৎপল তোমার করিয়া নিক্ষেপণ হে,

প্রহরিতু রোষভরে, তাহার কোপরে করে-

দুবিড়, তোমার কুল দুগলনরম হে-

আজি সেই সব কথা, করিয়া স্মরণ,
বিরহসহান, বুঝি করিছ নাহন।
হে কিভব প্রাণেশ্বর, করিতে না নিরন্তর,
মোরে তুমি সঘোমিয়া, মধুর বসনে চে,
“কে প্রিয়া তোমার সম?” হৃদয়কেশর, মম
প্রতিষ্ঠিতা হৃদয়ে রয়েছে প্রতিফলনে” হে,
স্বীয়কি জামার—আমি, কথার তোমার,
ভুলিতাম, সভা মিথ্যা, না করি বিচার।
আজি তব সে বচন, সভা বড় বিলম্বন
পরিচয় পাইলম, করিয়া বিশেষ হে,
এব জনে বলে পর আমার এ কলেবর
তব সনে এখনি হইত ভ্রমশেষ হে।
কই ভাতি হইল-না? মোহিবারে মন
কহিতে সে সব কথা?—এত প্রবঞ্চন!
মোরে রাখি ইহলোকে, গেয়ে তুমি পরলোকে,
মরীচ প্রবাসী হলে, হও হও হও হে,
আমি কি এ লোকে রব? তবানুগামিনী হব,
কিছুকাল প্রাণেশ্বর, এলেশ্বর হও হে,
ভালমন্দ উদ্দেশ্য চিহ্নিত একটুক,
কিন্তু লোকদের তরে হইতেছে ভ্রম!
তুমি কাল অন্তর্গত, লোক সব বিভ্রান্ত,
কইল সে প্রাণকাণ্ড, তব বিভ্রমনে হে,
অভাপন কোন্ জন, স্তম্ভমুখ নিরীকণ,
কতিবারে পারিবেক, এ ভবভবনে হে,
দেহীদের সুব নাথ, তোমার জরীম,
তোমা বিদ্যা কে সখে তহিরে একদিন?
তোমা বিদ্যা কে বা জ্ঞান, শিশুকালে অভ্যাস—
সমাজস্থ-সরনীতে স্তরনীশিত্য হে,
ভূমি ঘন গরজন, হলেও, স্তব্ধ মন,—
পারিবে সইতে না, কাণ্ডের আলয়ে হে,
একাধি সাধনশক্তি তুমিহীন আর,
কোন্সেই অপর—আর কে জানে অপর

বাকী—সারামা লবে, বাহা পানে আরি রবে,
চিহ্ন কেশ-লেশ, হয় বচন শ্রুতি হে,
আহা! বাহা পানে হয়, আকর্ষণ, নেত্র নয়,
বিদ্বর্ণিত আর মানা বিলাসে পুণ্ডিত হে,
সে বাকী তোমাবিহীন হে রতিরমণ,
তবনীর্ণের হবে কোভের কারণ।
হে অমল, নিশাপতি, তব প্রিয়বন্ধু অতি,
হার! হইবেন তিনি, হবে অবগত হে,
তাজে তুমি প্রাণ ঘন, প্রাণময়ী প্রিয়জন,
বিদায় হয়েছ ইহ জনমের মত হে,
কৃষ্ণপক্ষগত বিধু হলেও তখন,
“রুক্মিণী” করিবেন, এরূপ চিন্তন।
মুখাময়ী চন্দ্রিকার, কিবা প্রয়োজন জ্ঞান?
সংগীত সুধার ধার, বিনোদবাদন হে,
তোমাবিনা রসময়, রসস্থান, সমুদয়,
হবে, কার সাধ্য রসে, রসাইতে মম কে?
তপন আপন ভ্রুতি না টকলে অপর্ণ,
আলোক কি পারে কভু রঞ্জিতে ত্বন?
চূড়াকর—ওহে শ্যব, যার রক্ত মনোহর,
হরিত, অরুণ বর্ণে, আহা আহা আর হে
পাকের অক্ষুট স্বরে, বাহার প্রকাশ করে
বিকাশ, হইবে তাহে, এবে ধনু কার হে?
তুমি মাত্র ফুলঘনু ভুবন মাঝার,
তোমা বিনা চূড়াকরে কি হইবে আর!
ওহে প্রিয় জগদধার, কৈলে তুমি কত বার,
মধুপনিকরে ধনু-ওণে সিমোজম হে,
তাহারা হোদনপরা, তব শোকে সত্যতর,
হেরি মোরে মম সহ করিছে হোদন হে,
কেন না করিবে? বাহা হয় প্রিয়জন
প্রিয়বিরামোকে জল করে বিকসিত!
আহে নাথ, পুনর্বার, ধরনের কলুষার,
—উপমা আদিকার—উই, বাহা সহ হে

শ্রীমদ্রোহিণী-গাথিত বড় গীক চিরঅমৃত,
তাদের সুরতনোভো বিমিরোগ কর'ছে,
কলধরু বর, কর' গুণ আরোপণ'
অমর প'কিত্তে, হেরে জড়াক নয়ন।
হায়রে! প্রণত হয়ে, কত কথা বলে করে,
বাচিতে যে মম কাছে প্রেম আনিজন রে,
নবি নরি আহা আহা! স্বপ্ন করিয়া তাহা।
নে করিছে মন—মম যে করিছে মন হে'
কারে কব, একবার মুখের বচন,
নারে সে মুখের কথা করিতে—জ্ঞাপন।
হ রসিক—রসরাজ, স্বহস্তে কুসুমসাজ,
কত না মতনে তুমি করিয়া রচন হে,
—সোহাগ কঁদিয়া কত,—সাজাইলে মনোমত,
যে অঙ্গে যে অলঙ্কার হয় সুশোভন হে।
কিন্তু মাথ! তবরূত পুষ্পভূবা গাভ
বহিয়াছে, তুমি এবে, রহিলে কোথায়?
চরণের প্রসাদন, করিবারে প্রিয়জন,
আরভিলে, কার হায়! এমম সময় হে,
নির্দয় দেবতাগণে, তোমার স্বরিল, মনে,
তুমি, সে আরক্কাজ, না করি সাধন,
'এই আশি' বলে এলে আশাসি আমার,
এতক্ষণে গেল,—তুমি রহিলে কোথায়?
“আগি” বলে এপ্রকার, কথনও গুণাধার
কর নাট বিলম্ব, কি জানি কেন, আজ হে,
কি ভাবিয়া বিলম্ব, কহ—প্রকাশিয়া কহ?
জানি আমি তুমি মও, ধূর্ত পাঠরাজ হে।
এস, বামপদ ঘোর অলঙ্কে রঞ্জিত
করে দেও, গৌণ আর না হয় উচিত।
নাথ, সুরলোকে গেলে, কত সুরাঙ্গনা পেলে,
তোমারে তাহারি নাহি করে ইতফান হে,
এলোভন দেখাইরা হকিভাবে ভুসাইরা,
প্রেমাবীণ, করেছিলে এ রতি কেনন হে,

ততক্ষণ আমি কীর অমলে প্রবেশ।
আরোহণ করি তব প্রিয় অলঙ্কেশ।
মা, মা, এই বড় দুঃখ, হতেছে,—বিসরে বুক!
কাহতে, যদিও আমি, নরি সুশিক্ষিত হে,
তবু অপবাস হবে, সকল কোকোতে করে
শ্বরবিনা রতি ছিল, অনেক জীবিত হে।
রতির থাকিতে এত নহে সাধুসুখ,
অপবাস,—তাঁহিতে বিনাদে পোহি মন।
হে বল্লভ, কিনা কব! শবদেহ লয়ে তব,
চিতামলশায়ী হন, নাহি পথ তার হে,
বিধিব কি বিড়ম্বন, সশরীর সজীবন,
হরকোপহুতাশন দহিল তোমার হো।
অপার এতুখ আর না হন সফল!
কোন অভাগিনী ভাগ্য ঘটে বা এমন?
হে নাথ, স্বকীয় ক্রোড়ে, ধনুটি রাখিয়া জোরে,
সারল্য সাধন তার করিতে করিতে হে,
প্রিয়সখা মধুসহ, মধু কি?—পীযুষাবহ,
বিবিধ রহস্যকণা, কহিতে কহিতে হে,
ঈগদ নয়নাপাঞ্জে একবার একবার,
কেহিতে যে, তাই মনে হতেছে আমার।
হা হা হা! প্রাণবল্লভ, স্বচিরসুখের তব,
মধু, যিনি স্বহস্তেতে করিয়া চয়ন হে,
কুসুম, কুসুমাবুধ! বিরচিয় তবাবুধ,
করিতেন তব করে আমারে অর্পণ হে।
কোণা তিনি? না তাঁরেও তোমার মতন,
হরনৈত্রামল শিখা করিল দায়ন।
মা, এ সাড়াতে মধু, বঁধুর স্বচিরবঁধু,
অহে বঁধু-বঁধু-মধু, কর দরশন হে,
তোমার বঁধুর কাণ, ভল্লমর মাত্র হরি!
বিকীর্ণ করিছে তাহা পোড়া সমীরণ হে।
এই দশা স্বচক্ষে করিয়া মিরীকণ,
পারিবে কি কেহে প্রাণ করিতে দান?

অহে অহে ও বন্ধুত! এনেল সুন্দর তব,
বসন্ত—আমির। তাঁরে কর সম্ভাষণ হে,
আহে শুনে নাম বীর, তাজি বম কদাগার
স্বাধিতে, এনেল তব সে সুন্দরজন।

প্রথমদায় প্রথম বটে চঞ্চলিত হয়,
সুন্দরে তাহার কণ্ঠ সাহর বাতায়।
কে মাথ, ছেঁচনোক্তব। এই সখা টকনা তব,
পাশে থাকি, সুরাসুর সহ একগত হে
তব ধনু—পূর্ণশর! যাহা পূর্ণশর পর
ছিল। যুগাঙ্গীর বহু,—তার অনুগত হে।

এমন সখারে সাহি কসি সযোজন,
দীর্ঘবে ধরেছ তুমি কঠিন এম?
হে বসন্ত পোড়া বিধি, হরিষ পতিমিধি,
স্বীজাতি আমি যে মোরে অর্ধবধ করিল!
মতাজর তববরে, করী মিদলিলে পরে,
মত। কি হে বাঁচে?—মম সেই মশা যটিল?

প্রাণেশের প্রাণ বিধি হরিল বখল,
আমায় বধার বাকি কি আর তখন?
যা হোক হে ক্ষুরাজ! বন্ধু তুমি,—বন্ধুকাজ
কর, আমি স্মারী শোকে, ধরেছ বাধিত হে।
দেহ চিতা লাগাইয়া, তাহে দেহ সমর্গিয়া
পতির পক্ষান্তে আমি হই প্রবাকিত হে,
গমন করিতে হই পতি পাছে পাছে,
অচেতন প্রকৃতির। প্রকৃতি আছে।
সাক্ষী দেখ, মিশাকর, ক্ষান্তমিত হলে পর,
চঞ্জিকাও লুপ্ত হই সাহি থাকে কণে হে,
বিদ্যায় জনম সহ, নয় পার, কবে কহ,
পতি বিদ্যা আমি কেঁতে সাহিব কেমনে হে?

পল্লব ভূম্পর তুলা মলক চিতার,
পলি প্রাণেশর কণ্ঠ বিলেপিত। কার!

অহে মম, কত দিন, হরে অনুমোদারী
রচে মিলে আনাদিগে কুমুদশরম হে,
আজি প্রথমিরা পার, তব সখা-প্রিয়া চাব,
চিতাশয্যা, পুরাণি তাহার আকিকন হে।
হওনা কৃপণ ইথে ওহে ওণাধার।

রাখিব না প্রাণ—প্রাণে কি কাজ আমার?
চিতা আনোহিলে আমি—জানত আমার স্মারী
আম। ছাড়া তিহিতে মারেন এককণ হে,
অধিক কি আর কব, অবিনিত মনে তব?
মলর সঙ্গীরে, প্রজ্ঞালিও হতশন হে।

দেখ যেম বিম্বৃত হওনা কদাচন
সখা-শোকে—শোকে কিছু থাকেন। মরণ।
চিতাশি নিমিলে পর, দিও করে প্রিয়বধ,
আমাদের উদ্দেশ্যে একাঞ্জলি হল হে,
তব সখা পরকালে, মম সহ এককালে,
সেই জন পান করি হইবে শীতল হে।

হে মধো! তোমার সখা আমার সহিত,
ভোজন করিয়া বড় হইতেন প্রীত।

অধিক কি আর কব, তবসুর হে মাধব,
পিণ্ডদান কালে তব সখার কারণ হে,
চঞ্চল পল্লবাবিত, হৃদাকর সুরোচিত
করিও অর্পণ মধে,—করিও অর্পণ হে,
তব সখা হৃতপত হৃৎকর মঞ্জরী,
ভালবাসিতেন, তাই অনুমোদ করি।

ইতি রতিবিলাপো নামে
প্রথম সর্গ।

বিবেকোদয়।

ইচ্ছা হয় দেবগণে করি নমস্কার,
মা, না, বশীভূত তাঁরা পোড়া সিংহাসন।
তবে বিধাতারে বন্দী,—তাহে কি ফল ?
তিনি কর্মফল দান করেন কেবল।
কর্মের আয়ত্তে যদি রহিল সে ফল,
দেবগণ, বিধাতার বন্দীয়ে কি ফল ?
সে কর্মের চরণেই করি নমস্কার,
যার পর বিধাতার নাই অধিকার।

আত্মদ্বন্দ্বেনঃ বিবেক, নির্মলমতি যারা,
অহো ! কি দৃঢ় কর্ম সাধেন তাঁহারা !
যে ধন বিবিধ উপভোগের আধার,
অবাধে সে ধনে যান করি পরিহার ;
পূর্বেতে যে ধন মোরা পাইনি কখন,
এখনো হলনা করগত সেই ধন,
কিছুকাল পরে যে পাইব সেই ধন,
কোনমতে নাই জন্মে বিশ্বাস এমন,
আশায় কেবল করি এহন যাত্রারে,
হায় কি আশ্চর্য্য ! নারি তাহা ত্যজিবারে !

ধন্য গিরি-গুহা-বাসী ভূপোদনগণ !
জ্যোতির্ময়ব্রহ্মে, ধ্যানে ধ্যান অমুগ্ধণ।
মনোমধ্যে মনোমিয়ে করি দরশন,
আনন্দেতে আনন্দাশ্রু করেন স্বেপণ,
নিঃশব্দে তাঁদের অন্ধে করি আরোহণ,
ধারাবাহী সেই অশ্রু পিয়ে পক্ষিগণ !
হায়রে আমরা মাত্র আশাতে কেবল,
রচি কেলীকল্প, বাণী, রমা ইত্যাতল !

কল্পনার সুখমাত্র করি আবাদন,
ধোয়ালায় পরমায়ু পরমরতন।

আরও বতন নীচ !—শরীর-মরম,
জরা ব্যাধি এসেও করিল আক্রমণ !
ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্রগণ পোষণের আশা,
প্রায় যান পুর হাতে তুলিয়াছে বাসা !
পোড়া বিশ্ব প্রতিকূল, পীড়ার পীড়ায়,
শ্রেয়স্বত্ব আজো হৃদে ক্ষতি নাই পায়।

বিষয় সে নম্র চিরস্থরের বিষয়,
কার মনে একপটা না হয় উদয় ?
কিন্তু কুতর্কিনী আশা সেই যে অমরী !
আশায় না ভাঙে বাসা কি উপায় করি ?
দেহের স্নেহেতে আচ্ছিন্ন হইয়া মোহিত,
এমনত নয়, মর্মে উত্তেজে উদিত,
নখর শরীর, তবু গৃহ পতি দায়,
গাঢ়তর অনুরাগ হায় একি দায় !
উপাস্য সে একমাত্র মিতানিগুন,
মনোমধ্যে একথা প্রকাশে কণেফল,
প্রকাশিলে কি হইবে ? বিষয় বাসনা,
প্রতিকূল হয়ে তায় করে বিভ্রমণ।
একরূপ দৈবী ক্রেশ হায় হায় হায় !
বুঝা নাহি যায়—কিছু বুঝা নাহি যায়।

দহন দাহন ক্রেশ কিছু না জানিয়া,
পতঙ্গেরা প্রাণমাজে প্রণীপে পড়িয়া,
না জেনে আগ্নেয় সম বাঁড়ণ গিলিয়া,
অবোধ দীনেরদল যারা পড়ে গিয়া,
বিষয় দিপদজালে বিষম জড়িত,
আমরা একথা মনে জ্ঞান সুনিশ্চিত,

তবু তাকা তাকিবারে প্রাণ বাহিরায় !
মোহের মহিনা কিনা হয় হয় হয় !

কান্না হইয়াছি : কিন্তু কান্নার কারণ,
কখনই নাই নাই জন্মের কারণ ;
গৃহিজন গোণা যত দুখ অকৃতন,
ক্রমে পরিহার করিয়াছি সব ;
কিন্তু সন্তোষেতে পূরি মনের ভাণ্ডার,
সে সকল কখন করিনি পরিহার ;
বাতাচপ-হীম-দেশ সহিয়াছি কত,
কিন্তু কত হই নাই তপস্যার রত ;
ভেবে মরিয়াছি কত করে “ধন ধন”
কিন্তু শাসি নাই তবু কত নিত্যধন !
ফলত ঋণিণী বত যত অনুষ্ঠান,
করেছেন, করিয়াছি সকলি সমান,
কিন্তু তাঁহাদের তাহে ফলেছে সুফল ;
আমরা মলেম ক্রেশ ভোগিয়া কেবল !

যা অল্প শাস্ত ভয় করি প্রদর্শন,
খান কয় গ্রামের প্রত্যয় নিপীড়ন
করিতেছে, তোমামোদে উপহৃত হয়ে,
খ্যাত হল ভারী “পঞ্চাশতি” নাম লয়ে ।
আমরাও হতবুদ্ধি হয়েছি এমন,
করিয়াছি ভ্রামকরী বিদ্যা অধ্যয়ন,
তবু রত আছি সদা তাদের সেবার !
এর সম নির্বুদ্ধিতা কি আছে কোথায় ?
শ্রুতিস্থিতিসংকল্পী, ভ্রমভাবন,
ক্রমেও করি না তাঁদের মনেতে গণন ।

ত্রিজগৎ অধীশ্বর একমাত্র যেই,
পুরুষপ্রধান—যাঁর তুল্য আর নেই,

একাক্ষরমতে যাঁরে করিলে সেবন,
অবায়াসে আত্ম-পদ করেন অর্পণ ।
ধাকিতে এমন প্রভু দয়ার নিধান,
পুরুষ অধম, আচ্ছ বাচার সমান
অসংখ্য, যে জন এক গ্রামের দৈশ্বর,
অতাপ্পি দানতে যার কাছর অন্তর,
এমন জন্মের নেবা করিবার তরে,
কিরিতেছি অনুবিয়া নগরে নগরে ।
হায়রে ! কি মুর্থ মোহা নাহি কিছু জ্ঞান,
মুখ তা কি আজ আর ইহার সমান ?

হায় সংসারেতে আসি কি কাজ রা করিলাম
লোভের প্রলোভে জয় বিফলেতে হরিলাম !
রত্ব আশে বত্ব করি, কৃপাবারি সেচিলাম !
হায় হায় কাচ মূল্যে চিন্তামণি বেচিলাম !

ভুজঙ্গনিচয় পবন ভক্ষয়,
করিল নিঃশ্বাস খাতা ।

কাহার সরস, না চাহে কখন,
অবমত করি মাতা,
অবতনের পায় ; তগ সমুদায়
ভগাঙ্গুর তুল মুখে,
নাই কোমল হোয়, তাতেই সন্তোষ,
স্থলীতে ঘুমায়ে শুখে ।

মানব সকলে, বলী বুদ্ধিবলে,
কৈলা দিখি এপ্রকার,
এতব মাগয়, যদি ও দুস্তর,
পারে তা হইতে পারা ।

কিন্তু মরণগণে, যে রক্তি অর্জনে
ফেলেছেন পেড়ী বিধি,
তাহা উপার্জিতে, ভাবিতে চিন্তিতে
হরায় সে গুণ দিবি ।

ধন্য ধন্য সঙ্গগণ ! ভয়ানক দরশন
নৌদের মুখ সন্না নাহি দেখে সভায় ।
নিয়ত স্বাধীনে রও, কাছান অধীন নও,
চাউ বাকা নাহি কও, কৌড় হস্তে বিনয়ে ।
পনৌ দর সাহসার বাক্য শুলা সাবহার
তোমাদের ক্ষতি যুগ, না করে ব্যথিত হে
মে আক্কাই ভাব সোয়ে, আশার অধীন হোয়
এখানে ওখান সন্না, না হও ঘাবিত হে ।
নিদা এল, নিদা যাও, নব তুণাক্ষর পাও,
কুণ্ড পোঃ প্রভকার্যে বাধা নাই তায় হে
কহ, আশি পায় ধরি, কোথা কোন তপ করি,
লভিলে এতপ সুখ সেরা সমুদায় হে ?

সঙ্গগণ অমন লক্ষ তুণ মূল্যশন
করিয়া, জীবিত কাল, অনারামে কাটিছে ।
ধনী গায়ে নাহি চায়, ধমক নাহিক খায়,
তার আকা মাত্র নাহি প্রাণপণে খাটিছে ।
মর্কদা স্বাধীন আছে, দীনতা কাহার কাছে,
না প্রকাশে, বদুচ্চালাভেতে মন্তোষিত রে ।
আমরি কি সুবিচার ! শুনে লাগে মেৎকার,
এরা নাকি পশু আর আমরা পণ্ডিত রে ?

নিজে আমি ভালরূপে ভুভলভাগী হয়ে,
কহিতেছি, এই সংসারেতে জন্ম লয়ে,
যাচঞা এ পরাভব করিতে স্বীকার,
না হয় কাহার—যেন না হয় কাহার !
হে ভাই, যাচঞা হয় সামান্য কেবল,
যেমন জরার ইহা ধিকারের স্থল,
মান মূল্য করিবারে মসৌস্বরূপিণী,
সদগুণশালিতা গর্ব বিনাশকারিণী ।
যাহারে করিতে হল যাচঞা স্বীকার,
সঙ্গগণ বল তার কি রহিল আর ?

কোথায় চলেছ ভাই সমুদ্রে এমন ?
—যেখানে নিয়ত বাস করে ধর্মীগণ ।
কেন তথা, তোমার কি আছে প্রয়োজন ?
—কোন রূপে করিবারে জীবিকা অর্জন ।
যাচঞার ধন করা জীবিত, বাপহ,
ম ভব যার তাই নিশ্চিত বচন ।
শুন ভাই, বলি তছি ফল প্রার্থনাব,
আগে ভাগ লাভ হয় তাহাতে নিকার ।
বটে বটে পাওয়া যায় পণে কিছু ধন,
নো ধনত ধন নয় ফলতঃ নিধন ।

প্রার্থের কি কলিতা কার হয় হয় !
বুঝার কাছার—হায় ! বুঝার কাছার ?
কঠিন—পাষণ যদি না হইত প্রাণ,
দেহগোহে তবে কি করিত অবস্থান ?
“চাই” এই কথা মুখে বেরত যখন,
তখন করিত ত্যাগ শরীরসদন ।
যাহোক, আশায় আমি দিতেছি ধিকার
এসকল মনে আমি জানিয়াছি সার,
তবু গিছে মনে করি বিরোধিতা ভয়,
“চাই” মকলের কাছে, নাই ছানোদর !

কমলের দলে বধা চকল জীবন
শরীরসদনে তথা চকল জীবন,
হায় তবু এই পোড়ো প্রার্থের বাবণ,
কি কি নাহি করিলান অজ্ঞের মতন ।
ধনের কণার লোভে বারি অজ্ঞমন,
লাজী বিসম্ভন্ন বিরা তাঁদের মদন,
আপনিই আপনার গুণের আলাপ
করিয়া, মকর কত করিলাম পাপ !

• নিকার তিরস্কার ।

‘বিষয় ঘৃণার বাস, কি ছার তাহার আশ,
নখর শরীর এত প্রেমাস্পদ নয় রে!
বয়স ত স্থায়ী নয়, সুন্দর স্বজনচর
সহ পথপরিচর কতক্ষণ নয় রে?
জাজি যার সম্মিলনে, সুখিত হতেছি মনে,
বিরহের ভূতাননে কাল সেই নয় রে!
পথিকের যোগ যথা, বলিরা দুচার কথা,
লক্ষ্যস্থলে গলে পরে বিচ্ছেদিত হয় রে!
তাই বলি এসংসার, নহে কিছু প্রশংসার
নীরস, ইহাতে সার কিছুই না পাই রে!
কেবল অসুখ মাত্র, করা ইহা পরিহার,
সুজনের উচিত, সন্দেশ কিছু নাই রে।
এরূপ অনেক কথা, শুনিতেছি যথা তথা,
কহিতেছে অনেকেতে সদা সঙ্কল্প রে!
কিন্তু যেইরূপ বলে, কাজে সেইরূপ চলে,
অবনীতে এইরূপ কজনের মন রে!



ভবসুখ সমুদায় বিদ্যাং ক্ষুরণ প্রায়,
চঞ্চল, বিরামে করে মোহ উপস্থিত রে।
যে সুখ অস্থায়ী হেন, হায় তাহা তাজি কেন,
নিরমল শম-সুখে নাইও সুখিত রে!
শুক শাবকের মত, স্পর্শকরে অবিরত,
যখন তখন ইহা পাঠ করে বাই রে।
কিন্তু এ কি চমৎকার! মনোমাঝে একবার,
ভাবের সঞ্চার হায় লেশমাত্র নাই রে!



ভিক্ষাপ্রাপ্ত ভোজ্য মাত্র ভোজন সম্বল,
আয়তন গ্রাস্ত গৃহ, শয্যা ভূমিতল,
নিজ দেহভার মাত্র পরিজন ভার,
ছিন্ন কড়া পছা মাত্র দেহ ঢাকিবার!
হায় এ খেদের কথা কহি আর কারে?
তবু মন বিষয়াশা নাহি ত্যজিবারে!

হে উদর! সাধুবাদ করি হে তোমার,
শাকে ভুমি পরিতোষ করহ স্বীকার।
পোড়া জদয়ের আশা সহস্র পূরণ,
হয় না,—হয় না ইহা দুঃস্বপ্ন এমন!
কিহুতেই পরিতৃপ্তি নাহি জন্মে যার,
কেমনে সাধুতাতার করিব স্বীকার?



শরীর শোকের পাত্র পরিণাম ধাম,
অমেধ্য আশ্রম, ভূতে বঞ্চে অবিরাম,
ক্ষণকাল দেখহ করিয়া বিবেচনা,
কি কি না অবস্থা এর হয় সংঘটনা!
সংধু পদবীতে বেতে অভিনাষ যার,
এ হেন দেহেতে স্নেহ উচিত কি তার?
বুঝিতে নাপারি কিছু কেন কেন তবে
“আমার আমার” বলে যত্ন করে তবে?



এদেহ কি? শুক্ল শোণিতের পরিণাম,
মৃত্যু আক্রমিয়া ইহা আছে অবিশ্রাম,
শোকের আশ্রয় ইহা, রোগের নিবাস,
কোন কোন দুঃখ এরে নাহি করে আস?
জেনে শুনে এসকল অবিবেকী দলে,
মগ্ন হয়ে অবিদ্যালাবণা সিন্ধুজলে,
এই দেহ করে কত রমণীর জ্ঞান,
কভু বাঞ্ছে কাঙ্ক্ষা, কেত্র, কখন সন্তান।



বিচারবিমূঢ় মুখজনের নিকটে,
এসংসার সুন্দরতা কতনা প্রকটে!
বস্তু বিচারিয়া যদি দেখে একবার,
সংসারে কিছুই তবে পাইবেনা সার।

কে তক কল্লোলিনী।

(প্রথম কথা।)

কবিরাজ খুড়ো।

(গত প্রকাশের পর।)

এখন সোহাগীরা কথার আরম্ভ করায় গুরু। মহারাজ নির্যোধ চূড়ামণি, অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু তিনি আজ কালকার বেয়েলা বাবুদের মত নিতান্ত লম্পাটের ন্যায় ব্যবহার করিতেন না। মগধের একটা ফুলে মগধপান করিয়া তপ্ত হয় না, একফুলে ওফুলে উকি বুঁকি মারিতে কসুর করেন। কিন্তু আমাদের চূড়ামণি, আক্লাদীর প্রেমে এরূপ মুগ্ধ ছিলেন, যে অন্যদিকে চোঁক তুলে চাইতে অবকাশ পাইতেন না। তিনি আক্লাদীর “রামবল্লভ” ছিলেন, উঠ বসে উঠতেন, বোস বসে বসতেন, যদি আক্লাদী তাঁকে ডান হাতে খেতে বলিত, তবে তিনি ডানহাতে খেতেন, যদি বাঁহাতে খেতে বলিত তবে তাতেই রাজি! আক্লাদী, মহারাজের নয়ন-পুতুল ছিলেন। এমন কি, একমুহূর্তের নিমিত্তও ময়নের এদিক ওদিক হতে দিতেন না। কিন্তু সোহাগীর নাম মাত্র সোহাগী ছিল, সে স্বস্তুর বাড়ী আসিয়া এক তিলের জন্যেও স্বামীর সোহাগ কেমন জানিতে পারে নাই; নির্যোধ তাঁকে সোহাগ করিলেও তার সোহাগী নাম সার্থক হইবে? ত্রীলোককে আরও লোকে হাজার ভালবাসুক, সোহাগ করুক না কেন, স্বামী যদি অন্যর এবং সোহাগ না করে তবে তাহার পক্ষে সমস্ত মিথ্যা, রমণীর স্বামীই ধর্ম, স্বামীই

মকল। সত্যজীর পক্ষে গায়ের পুষ্পাঘাত হতেও স্বামীর পদাঘাত কোমল। কিন্তু বেয়েলারা অহংগত শরীরের আয়তন যেন তাঁকে একদিনের তরে ভাল মুখে দুটো কথা শুধু করা, তাও তারা রূপের কড়ী ধরচের মত জ্ঞান করে থাকে। বাহিরের বেধরক গালাগাল তাদের গায়ে পুষ্পাঘাত বোধ হয়; ঘরের স্ত্রী কুল বেলপাতা দিয়া পূজা করিলেও তাতে মন ওঠেনা। কি আপদ!!! যেমন মগধ কটোরায় মাছি পড়িলে, আর তার উঠবার শক্তি থাকেনা; সেইরূপ কুটিলার কুহকে পড়িলে কাপুরমুদের দফা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। যদি দৈবাৎ কেহ জলে ডোবে নদী একেবারে তাহাকে উদ্ধার করেনা, একবার, দুবার, তিনবার ডামান দিয়া তোলে, কিন্তু প্রেমের সাগরে পড়িলে সে অনুগ্রহ টুকী পাবার যো নাই। পড়লেন কি তাঁলিয়ে গেলেন!! তবে কপাল গুণে যে ব্যক্তি সদুপদেশের চরায় ঠেকিয়া যায়, তাই অকুলে কুল পাওয়ার ভরসা। আমাদের নির্যোধ একেইত নির্যোধ, তাতে আক্লাদীর আক্লাদে একেবারে আটখানা হইয়া পড়িয়াছেন। রাজা দুমুস্ত শকুন্তলাকে বিবাহ করে দুর্কাসার অভিশাপে যেমন বিষ্মত হয়েছিলেন, সোহাগীর তেমন কিছু অভিশাপ হয় নাই, আক্লাদীর গাট অগ্রাগ নির্যোধকে সোহাগীর বিয়ের কথাটা জ্বলাইয়া দিয়াছিল। যেমন শিশির পড়াতে কমলকুল বিজী হয়, সোহাগীর সোনার কমল মুখখা সেইমত স্বামীর অন্যদরে দিনে বিজী হইতে পড়ে। খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে সোহাগীর চোকের জল আঁবণের দ্বারা মত প

ডিঙিতে থাকিত। তার মনের ভেতর বিরহ আশ্রয় আহারই হতকরে জ্বলাতে সে একেবারে শুকায়ে তন্মাস্তি হইয়াছিল, সে মনের দুঃখ কইতে একটি মানুষ পেত না। তার দুঃখের কান্না শুনাবার জন্যে নিজের কান দুটী, প্রবোধ দেবার জন্যে আপনার মনটী মাত্র ছিল। জগতে এমন লোক নাই যে মনের বেদনা চিরদিনই সহ্য করে থাকিতে পারে? হয় সে বিরলের স্নান, আপনার মনের কথা খুলে, নয় পরমেশ্বরকে লক্ষ করে কেদে কেটে বলে। সোহাগীর ভাগ্যে তাই ঘটে ছিল, সে বিরলে বসে চোকের জলে অভিষিক্ত হয়ে, যে সকল গান গাইত, পাঠকগণ তার গোটা দুই শুনুন—

রাগিনী ধান্যাজ তাল খেমটা ।

“আমার মনে যে আশ্রয় জ্বলে সই,

কেউ তা দেখেনা।

এম পোড়ে সকলে দেখে, আমার মন পোড়ে

কেউ দেখেনা।

চাল জলে ছাড়িতে দিলে,

ভিতরে তার যেমন জ্বলে

উপর দেখে কেউ কখন,

ঠাওরাতে তা পারে না।”

গীত ।

“সইরে নারি বলিতে?”

মনোহুখে মনে সদা থাকি ডলিতে!

বোঝার স্বপনে যেন প্রকাশিত মারে,

মনোহুখে মনে রেখে থাকি গুহরিতে!

যদি কেউ বুক চিরে দেখে সই আমার,

এমসিমা গোচ পড়ে পাবে দেখিতে।

বমণী জনম জাণি কত লাপে হয় লো,

গড়েছে কি নারী বিধি দুঃখ সহিতে।”

সোহাগী এই রকম সময় দুঃখের গান গাইত। কলতঃ তার দুঃখের পার ছিল না।

যখন কপাল ভাঙে, তখন চারদিক হতেই কেবল বিশ্ব বিপত্তি ছোড়া তীরের মত পড়ে, আবার যখন কপালে আড়ি দেয়, তখন কেবল চারিদিক হতে সহস্র প্রকার ভালই ঘটনা হয়। কোন সূত্রে যে মঙ্গল হয়, আগে কিছুই ঠাওরা যায় না! ঈশ্বরের এই লীলাইত বুজে উঠা ভার!

একদিন বেলা দুপুর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, সূর্য্যের তেজে কাঠ কেটে যাচ্ছে। বেহাল বেকার মানুষের মত ঘুরে ঘুরে যে কুকুর গুলো, তারাও আর ঘুরতে না পেরে ছায়ার স্তয়ে পড়ে ইঁদা ইঁদা করে জিভ নাড়তে লেগেছে। পক্ষীধূর্ত কাকগুলও গাছের ডালে বশে আলসেকুড়ে মানুষের মত ঝুন্টে লেগেছে। এই সময়ে অতি দীন দরিদ্রেও একমুঠ শাক শূক্রে যা জুড়ে এসে পেটে দেয়। কিন্তু সোহাগীর পেটের আশ্রয় অগ্নিই রয়েছে! পেটের আশ্রয় হতে বিরহ আশ্রয় বড়! যার মনের মধ্যে এই আশ্রয়ের একরত্তি ফিন্‌কুটী পড়েছে, তারে কি আশ্রয় ক্ষুধানলে কাতর করিতে পারে? সোহাগীর ক্ষিধে তৃষ্ণা নাই। কেমন ধারা স্বামির সোহাগী হব, কি কল্লের পর স্বামির স্তনজরে পড়তে পারবো, এই ভাবনাতেই তার খাবার দাবার বেলা চলে যাচ্ছে, তবু তার খোজ নাই।

এমন সময় সেই কবিরাজ খুড়োর ঘণ্টার ট্যাঁড়ার গোয়ালিনী উপস্থিত। দেখে কি সোহাগীর চোকের জলধারা বেরে পড়তে লেগেছে। দূর হতে দেখলে বোধ হয় তার আর আশ্রয় নাই, কেন আঁকা ছবি একধারী!

গোয়ালিনীর আগে আগেও মোহাগীর কাছে মাতায়াত ছিল, সে মোহাগীর দুঃখের কারণ জানিত। তখন তাঁর সেই অবস্থা দেখে গোয়ালিনীর বড় মমতা হল। আদর করে বলিল “ছোটরাণি! এমন করে রইচো কেন? আহা! তোমার সজলনেত্র, মলিনবদন দেখে যে আমার পরাণটা বেরো বেরো কচ্ছে! আহা! সতীলক্ষ্মী স্বামীর ভাবনা ভাবতে সোনার শরীরটাকে এককালে কালী করে ফেলে! তবুও রাজার দয়া হয় না! তাঁর চোক থাকলে তো! না! তুমি আর কেঁদোনা, পরমেশ্বর এতদিনে তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। আমি এমন এক ওষুধের খোঁজ পেয়েছি যে, সে ওষুধ খেলে পর, রাজা তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবেন। আমি কাল সেই ওষুধ তোমায় খামাকা করে এনে দেব। সে বড় প্রত্যক্ষ ওষুধ, সকলেই খাটে।”

এই কথা শোনামাত্র মোহাগীর যেন হতশরীরে পাচপরাণ এলো, হাতে যেন আকাশ পেলে। একেইত স্ত্রীলোকদের টোটকা ঔষধে অচলাভক্তি, তাতে মোহাগীর স্বামির স্মৃতি হতে যে রকম আগ্রহ, গোয়ালিনীর কথা বের বাক্যের মত বিশ্বাস হল। সে চোকের জল পুচে, ব্যথ হয়ে বলিতে লাগিলো, “গোয়ালিনী! তুমি কি সত্যি বল্চো,? মাথা খাও, না না তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হয় না, বুঝি তুমি আমাকে সাস্বনা করেচো” গোয়ালিনী, “না, ঈশ্বরের দিকি! আরাম! চোকের মাতা খাই, আমি ঠিকই বলেছি। কালই সে ধনুত্তরী ওষুধ এনে দেব। ওষুধ আমার পরক করা। খাওয়া মাত্রই রাজা রাজার কাজ ফেলেও তোমার কাছে উপস্থিত হবেন।” মোহাগী “না,

সত্যি! সে ওষুধ কেমন কর্তে হবে? যদি রাজাকে খাওয়াতে হয় তবেইত বিভ্রাট! তিনি কি আমা পানে ফিরে চান, না আমার ঘরে একতিল বসেন, যে ওষুধ খাওয়ার? গোয়ালিনী “না, না, ওষুধ তোমাকে খেতে হবে।” মোহাগী, “তা হলে যাহোক, আমার তাতে কবুল, যদি প্রাণ দিয়েও প্রাণেশ্বরকে পাই, তাও আমার ভাল” গোয়ালিনী, “তোমায় আর প্রাণ দিতে হবে না। ওষুধের গুণেই রাজা তোমার হয়ে পড়বেন। ওষুধের অসাধারণ ক্ষমতা! মেনকার ওষুধের গুণে শিব পার্বতীকে বুকের উপর তুলে নাচা কন, জান?”

মোহাগী, গোয়ালিনীর এইরূপ কথা শুনিয়া কহিল, তবে এখনি ওষুধ আনিয়া দাও? গোয়ালিনী কহিল, “এত উতলা হৈও না। এই আমি ওষুধ আনিতে চলিলাম। ওষুধের দাম চাই।” মোহাগী নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, “আ অদেউ! আমার কি আছে, যে দেব, আমি রাজার রাণী হয়েও কাছালিনীর বাড়া হয়েছি। এখন আমার একটি পরমাণু দেবার যো নাই। যদি ওষুধের গুণে কখনও স্বামির সো হতে পারি, কবিরাজকে, আর তোমাকে যা দেবার তাই দেবো।” গোয়ালিনী, আচ্ছা তাই ভাল, বলিয়া আমাদের কবিরাজে খুড়োর কাছে চলিয়া গেল। মোহাগী, তার আসার অপেক্ষা করে চাতকিনীর মত চেয়ে রইলো।

গোয়ালিনী খুড়োর কাছে মোহাগীর সমুদয় কথা খুলে খেলে বলিল, খুড়ার ওষুধে অচলবিশ্বাস। অমনি হাঁ বলিয়া আপনার হুলুয়ে সাহেবের চৌদ্ধপুরুষ, সকল রোগের ওষুধ নয়, সকল অবস্থা মোধরাবার কপ্তান ওষুধ! খামিকটা দিয়ে, যেমন ক-

রিতে হবে, সব বলে দিলেম। গোরাগলিনী ওষুধ লইয়া সেই মত সব সোহাগীকে বুঝিয়া স্তম্ভিয়া দিয়া বাটী চলিয়া গেল।

ওষুধ পাইয়া সোহাগীর মাহিম বাড়িল। কতক্ষণে রাত্রিপ্রভাত হয় এই দেখতে লাগিল, সারারাত ওচ পাচ করে জেগে রইল। কখন বা মনে করে, ঠাকুর করে ওষুধের জোরে একবার স্বামির কাছখোস হতে পারি, তবে তাঁর কাছে কেঁদে কেটে কোন মতে একটুকু দয়া ভিক্ষা পাবই পাব। তিনি কি আমার দুঃখে একটুকু ও দুঃখিত হবেন না? অবিশ্যি হবেন। আমি একবারে তাঁর গলা ধরে পড়বো। অভিমান করে প্রথম কথা কবনা। না না তা করা হবে না। কি জানি যদি চটে যান। আবার মনে করে, যদি এবার ওষুধ রুখা হয়, তবে আর এ প্রাণই রাগবেন।

এই রকম চিন্তা করিতে করিতে রজনী প্রভাত হয়ে গেল, কাক সকল কা কা করে উড়লো, মুরগীরা কুকুরু, কু শব্দ করে প্রভাতের সংবাদ প্রচার করিতে লাগিল। সোহাগী একেই বাণী হয়ে ছিল, প্রভাতের মুখ দেখেই খুড়োর ওষুধ ধনুস্তরী বলে সেবন করিল।

যত বেলা চড়িতে লাগিলো, সোহাগীর ততই দীপ্ত হতে লাগিল, একেই বিরহে ফীণা, দীনা, মলিনা, তাতে পূর্বের দিন অনাহার, জোলাপের ওষুধ ভয়ানক রকম। সোহাগীকে একবারে বিছানায় শুইয়ে ফেলিল। একবার দাঁত হয়, সে মল্লম্ব করে এই বুঝি রাজা এলেন, কারো পায়ের সাড়া পেলে ভরসা পায়, আবার তা ভ্রম জানিতে পারিলে আশার বাসা ভেঙে যায়, মর্ষ বেদনার বৃদ্ধি হয়। সোহাগী প্রায় ১৥ প্রহর পর্যন্ত এই

রূপ আশা আর নিরাশার সুখ দুঃখ ভোগিল, ভাগ্যে রাজদর্শন ঘটিয়া উঠিল না।

এমন সময় রাজার একজন দাসী কোন কারণে সোহাগীর ঘরে আসিয়া দেখে সে জীবন্ত প্রায় বিছানায় পড়িয়া ওষুধের কল ভোগ করিতেছে। তখন দাসী সোহাগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সেই অবস্থার কারণ বুঝিতে পারিল।

দাসীর মন তখন সোহাগীর পতিভক্তি দেখিয়া, দয়ামণলিয়া পড়িল। সে নিকোঁধের নিকট বাইয়া এক ধোঁকা দিয়া তাহাকে আফ্লাদীর নাম করিয়া বলিল, “মহারাজ চলুন, আপনার আফ্লাদীত যার! তারি অসুখ, যদি দেখতে চান, শীঘ্র চলুন” নিকোঁধ এই কথা শুনিয়া অমনি তটস্থ হইয়া অন্তঃপুরে বাইতে উদ্যত হইলে, দাসী তাঁকে সোহাগীর ঘরে লইয়া গেল। নিকোঁধ আফ্লাদীর অসুখ এই কথা শোনা মাত্র একবারে আকাশ দেখিয়া ইতবুদ্ধি হইয়াছিল, সোহাগীকে, আফ্লাদী ঠাউরাইতে না পারিয়া বলিল, “আহা! আমার সোহাগিনী এমন হয়েছে! আমার অদেউ মন্দ!!” এই বলিয়া সোহাগীকে কোলে লইয়া বসিয়া আশ্রয় করিতে লাগিল।

সোহাগী স্বামির এইরূপ কথা শুনিয়া মনে করিল, ঈশ্বর বুঝি সদয় হলেন, ওষুধের গুণ এতক্ষণে ধরিয়াছে। মৈলে যে স্বামী এতদিন একবারও আমাকে মনে করেন নাই, চোক ভুলে চান নাই, তিনি এককালে আমার জন্যে এমন আশ্রয় হয়ে পড়বেন কেন? বা হোক আমি স্বামিক রূপ করিয়া থাকি।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

ইতভাগা শিক্ষক !

(প্রবেশন।)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্তীক

পল্লিগাম-আতাইগঞ্জ।

প্রবোধচন্দ্র শিক্ষকের বাসা।

প্রবোধ একান্তে আসিম।

প্রবোধ। (স্বগত সখেদে) হা কঁশর! "চৈকি
সর্গে গোলেন্দ্র" হান ভানে।" আমার অদৃষ্টে তাই
সটেকে! বন্ধু বান্ধব, জাতি কুটুম্ব সকলেই আমে
আমি বেশ সুখে আছি, সাহায্যকৃত স্থানের শিক্ষক,
১৫ টাকা বেতন পাচ্ছি, এলিকে যে "নাম গোরালা,
কাজি ভঞ্জন" তার খোজ কে রাখে? আমি যত সুখে
আছি, তুমি আসি আমি আর পরেশ্বরই জানেন!
অথবা আমার মত হার অবস্থা সেই জানে! কতদিন
ধরে বাতীর চিঠি পত্র পাউনে, মন তারি অন্তর
হচ্ছে। একেইত টানাটানীর সংসার, ঘরে রুদ্ধ মা,
নবপ্রসূতি স্ত্রী, ছেলেকে নিয়ে রাজানি কত কষ্টই
পাচ্ছে। আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য! পরিজ্ঞান প্রতিপা-
লন কত্তেও অক্ষম! আমাব জীবনে দিক!

[দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ।]

দয়ালের প্রবেশ

আমুতে জাজা হোক। কবে এসেছেন? অনেক
দিনের পর সাফাৎ—

দয়াল। আজই এখানে আসা হয়েছে; রাম
কুমার বাবুর কাছে কিছু প্রয়োজন ছিল। তাঁর ওখানে
শুন্সাম, আপনি এখানকার স্থানের পণ্ডিত, তাই
ভাবলাম, একবার দেখাটা করে যাই।

প্রবোধ। আমার সৌভাগ্য, যে এমন সুযোগে
থেকে আর এমন কুচাকুরী করেও আপনার সাফাৎ পে-
লাম।

দয়াল। বলেন কি মশায়! আমরা জমিদারের
সরকারে জমাদারী প্রভৃতি জঘন্য কাজ করি, অ-
বলা বটে একদিন এমন রূপ। বস্তুত পাইরি! প-
ণ্ডিতীয় মত কি আর গৃহের চাকুরী আছে? দাঙ্গা নাই
হাঙ্গামা নাই, মাংসা নাই, মোকদ্দমা নাই, কুসংসার
কেবল বিদ্যাচর্চার, জামচর্চার আদেহন, মাসে স-
রকার হতে ১৫ টাকা বেতন পাউনে। ফলত: শিক্ষা
কতা বড় গৃহের কর্ম! নিকশ প্রকাশ কিছুই নাই।
বড় বিদ্যালোকেরা শিক্ষকতা কর্তার প্রশংসা করে
গিয়াছেন।

প্রবোধ। মশায়, যে শিক্ষকতার প্রশংসা করেন,
আমাদের ভাগ্যে তা নয়, আমাদের কর্ম, মুজরী ক-
তেও স্থগিত!—

দয়াল। বলেন কি মশায়! আপনারদের তুল-
সুখী প্রায় আর দেখতে পাউন। তবে কি না, আ-
পনারা যেমন পরিজ্ঞান করেন, সেই রূপ বেতন পা-
নমা। ১৫ টাকা! এতেই যা বলেন।

প্রবোধ। মশায়! যদি মনয় মত এই ১৫ টাকা
পেতাম, তা হলেই যথেষ্ট হত। তা বত পাই—

দয়াল। কেন? আপনারা হাচেন গবর্ণমেন্টের
চাকর; বিশেষত: এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের। আপ-
নারা মাসে ২ বেতন পান না, কেমন করে! বরং আ-
মরা জমিদারের মধ্যে চাকুরী করি, প্রজাদিগের বটে
মুসার অনুসার দেখতে হয়।

প্রবোধ। বোধ হয়, আপনি সাহায্যকৃত স্থ-
লের নিয়ম জানেন না?

দয়াল। মোটামোটা জানা আছে। স্বর্গীর লো-
কেই বত টাকা তাঁরা দেন, গবর্ণমেন্টেও তত টাকা
সাহায্য করেন, তার পর ছাত্রবেতন আছে, তা দিব।

আরও খরচ চলে থাকে। এই নিয়মে না সাহায্যকৃত স্কুল স্থাপিত হয়?

প্রবোধ। হাঁ, এটো নিয়মই—

দয়াল। আপনার স্কুলের কত টাকা চান?

প্রবোধ। ২৫ টাকা।

দয়াল। (সবিস্ময়ে) এত অল্প! এ গ্রামে ত অল্পসংখ্যক মানুষ রয়েছেন, এদের অনেকেই বিদ্যাহীন বলে পরিচয় দিতে পারেন।

প্রবোধ। এই চান্দারই ত আর পরিচিত পাঠকেন, এরপর যদি এই ২৫ টাকার ভিতরের খবর শোনেন, অস্বস্তি হয়ে থাকবেন।

দয়াল। তেজরের খবর কেমন?

প্রবোধ। শুভ্র বলচি। প্রথমতঃ এই গ্রামের কয়েকজন মুখসজ্জ্ব সুশিক্ষিত স্কুল স্থাপনার উদ্যোগ পান, এরা একত্র হয়ে বিলম্ব উৎসাহ সহকারে এক সভা করেন, সেই সভায় এই গ্রামের সকল মহাশয়েরই আগমন হয়। ডিপুটি ইন্সপেক্টর মহাশয়েরও আগা হয়, সভায় বিদ্যাশিক্ষার উপকারিতা, স্কুল স্থাপনার আবশ্যিকতা, চান্দা দেওয়ার কর্তব্যতা নিয়ে প্রায় ২ বক্তৃতা হয়—

দয়াল। তার পর?

প্রবোধ। তখন সভায় উপস্থিত সকল ব্যক্তিকে উৎসাহে পরিপূর্ণ, যার যা ইচ্ছা চান্দার বইয়ে স্বাক্ষর করলেন, একবারে চান্দার মাসিক ৪০ টাকা দত্তব্য স্বাক্ষরিত হল। ডিপুটি বাহু চান্দা দাতাদিগে প্রশংসা করে মনোবাদ দিলেন, আর ঐ পরিমিত টাকা গবর্ণমেন্ট হতে আনুকূল্য মঞ্জুর করানো দেবেন, অস্বীকার করেন।

দয়াল। তার পর?

প্রবোধ। তার পর চান্দা আদায়ের নিমিত্ত—

দয়াল। স্কুল ন. বসতেই চান্দা?

প্রবোধ। স্কুল ঘর আর ত্রেঞ্চ টুন সকল চৈয় করাতে চাই।

দয়াল। ভাল বলে যাবি।

প্রবোধ। স্কুল স্থাপনার প্রধান উদ্যোগীরা চান্দা আদায়ে প্রবৃত্ত হলেন, সভার প্রথমে অনেকে মাসিক চান্দা নিতে স্বাক্ষর করেন, কিন্তু দেবার সময় কেই না তা বার্ষিকে ফেললেন, কেউ ২ বা স্বাক্ষরের অন্তিক কিছু দিয়ে একবারে চান্দা হতে নাম খারিজ করে নিলেন।

দয়াল। (সবিস্ময়ে) বটে! তার পর?

প্রবোধ। প্রথমবারে গড়ে ৫০ টাকা উঠলো, তাই দিয়ে স্কুলের ঘর টুন, ত্রেঞ্চ, প্রস্তুত করান হল। ডিপুটি বাহু ২৫ টাকা বেতনে একজন মাস্টার আর ১০ টাকা বেতনে আমার পণ্ডিত নিযুক্ত করে পাঠা-লেন। (সভার মধ্যে) মশায়, এই সূত্রে পণ্ডিতী নিতেও আমাকে কম কষ্টভোগ করতে হয় নাই।

দয়াল। কেমন? আপনি না নন্দালস্কুলের প্রথমশ্রেণীতে পড়ে সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন, শুনে-ছিলাম?

প্রবোধ। মশায়, এখনকার দিনে সার্টিফিকেট হতে উপরোধের জোর জেরানা। তা বাছোক পণ্ডিত হয়ে এসাম। যতদূর সাধ্য, পরিশ্রম করে ছাত্র দিগে পড়াতে লাগলাম, দুমাস পর গবর্ণমেন্ট ২৫ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করলেন।

দয়াল। কেন ২৫ টাকা মে? চান্দায় না ৪০ টাকা স্বাক্ষর হয়?

প্রবোধ। মশায়, স্বাক্ষরের বেলায় অনেকেই পাওয়া যায়, কিন্তু “মাও ধরবার” সময় কখনোই পেছ হটেন, বীরা এই ২৫ টাকার চান্দার রইলেন তাঁদের নহিমা শুভ্র ত।

দয়াল। বলুন দেখি।

প্রবোধ। গবর্ণমেন্টের দিবস এই, স্থানীয় দাতব্য

মুনার আবার করে বিল পাঠালে পর সাহাবোর
কা নজর হয়ে বিল আসে, তবে টাকা পাওয়া
না। এখানকার চাঁদা-মাসে আবার হওয়া দুই বা
ক, ৩ ও ৪ মাসেও একমাসের চাঁদা আবার হয় না,
আবার উপরের মাফার বলেন, তাঁকে নাকি ডেপুটী
বলে দিয়েছেন, চাঁদা আবার না হলেও হয়েছিল,
রূপ স্বীকার করে বিল লেখে পাঠাতে হবে। মতুবা
গবর্নমেন্টের টাকা পাওয়া যাবে না। আমরা বিল
রূপ লিখে দিতে আরম্ভ করলাম,—

দয়াল। মশায়! কষ্ট হবে না, এত একপ্রকার
আপনার গবর্নমেন্টকে ঠকান হোল।

প্রবোধ। তার সম্বন্ধ কি? মশায় এখন প্রথম
রূপ স্বীকার কর্তে কলম ধরি, তখন যে মন কিরূপ
স্থিতি হয়েছিল, তা জগদীশ্বরই ভাটেন। হাটের
রসম আর চলেনা! আমরা পণ্ড হতেও অসম,—পা-
পিঠ, জেনেশুনে প্রতারণার লিখু হলেম! কি করি
পেটের দারে সকল স্বীকার! এখন গবর্নমেন্টের দা-
তবা, আর চাঁদাদের বেতনই আমাদের জীবনো-
পায়।

দয়াল। ছাত্রবেতন কত আদায় হয়?

প্রবোধ। টাকা দশ।

দয়াল। তবে যেন আপনারদের স্কুলের ২৫ টাকা
দরকারী দাতব্য, আর ছাত্রদের বেতন ১০ টাকা, মোটে
৩৫ টাকা ওঠে, মাফটার বেতন ২৫ টাকা গেলে বাকী
থাকে দশ টাকা। আপনি মান ২ এই দশ টাকা পান?

প্রবোধ। তাই টেক? ছাত্রদের বেতনের ৪।৫
টাকা স্কুলের বাজেখরচ যায়। ৫ কি ৬ টাকা মাত্র
পাই, সঙ্গে একটা চাকর, বাসভাড়া আট, এতে কি
তরলোকের পোষায়?

দয়াল। কেন, না হয় মাফটারকে ২০ টাকা
দিন, আপনি ১০ দিন।

প্রবোধ। তার মো কি? আমি হাজি নীচের
সিদ্ধান্ত, বাস্তবিকভাবে হাটের নব্বু, তিনি আবার

মোর টাকা আসাযাটাই আপনি আগে আপনারটী
কেটে নেন, আর আমাকে চান্দা। আদায় করে বেতন
মিটে নলেন। ছাত্রদের বেতনও তাঁর কাছে নব্বু
তিনি কোনমতে সরকারী টাকা না পাওয়া পর্যন্ত
ভাট্টা দিয়ে বাসাখরচ ইত্যাদি চান্দা। মশায়, আমি
বেচারা এই চোরের চাকর! আমাকেই পর ২ চান্দা
সাধতে যেতে হয়, কি করি পেটের জ্বালায় ডাঙ ফা-
কার! কিন্তু যেয়েও সন্সার নাই। যাঁরা বাইরে দরজা
বিনোদনসাহী, চান্দার বইয়ে যাঁদের কাছে ৪০।৫০
টাকা চান্দা বাকী রয়েছে। তাঁদের কাছে ১০।১৫
দিন ওষেদারী করে ২ টাকা আদায় করা ভার হ্যাঁ।
দেখুন না চাঁদার বই, কতজনের নাম বাকী ব্যয়ে
দেতে পারেন।

[চান্দার বই প্রদান।]

দয়াল। (বই দেখে পাঠ) জীবন্তবাহু মাসবচস্র
চৌধুরী,—মাসিক ১০ আনা, বাকী ২০ টাকা। জীবন্ত
বাহু মাসবচস্র মুখরী,—মাসিক চান্দা ২ টাকা, বাকী
৪০ টাকা।—ইনি না, এজন্য ডিপুটী ইনস্পেক্টর?
এর কাছে এতবাকী।

প্রবোধ। দেখে যান।

দয়াল। জীবন্ত উষাচন্দ্র মাস ছেডমাফার—মাসিক
চান্দা ১ টাকা, বাকী ২০ টাকা। ইনি এত বাকী রে-
খেছেন? কি আশ্চর্য! ইনি অবাদে মাসে ৫ টাকা
মিটে পারেন। জীবন্ত মোহনলাল মস্র, মেরেস্তাদার,
—মাসিক চান্দা ১ টাকা, অগ্রিম ২৫ টাকা। ইনি
কে? এমন দয়ালপুত্র এখানে আছেন?

প্রবোধ। মশায় ইনি কুমিল্লার অত্র আদালতের
মেরেস্তাদার, ইনি বড় দয়াল পুত্র, এর কাছে এই অ-
গ্রিম টাকা পাওয়ায় আমার গত পুজার বাড়ী যাওয়া
হয়, নৈলে সবৎসরের পর যে পরিবারের সঙ্গে একবার
সাক্ষাত, তাও হওয়া দুবট হত।

দয়াল। একমুহুর?

প্রবোধ। চাঁদা দাতাদের সঙ্গে কথা বলাই

মিত পুজার সকলেইও খলীককে দিলেন, আজ কাল
কলেবর বড়ী উপস্থিত, যেটি পাঁচ টাকা আদায় করায়,
সুপ্রসন্ন মুনী কাগজের ২০।২৫ টাকা দেন, কি করি
বলেন দ্বিগুণ পাউচেন, শেষে মজিরে পত্রিয়ে এই সেরে-
জ্ঞানবিশ্বাসকে সব কথা বুঝে বলেন, ইনি আমার
কৃত্রিম কথায় হয়ে ২০ টাকা অগ্রিম দিলেন। তারই
২০ টাকা এখানের পাওনারদিকে দিলাম। আর
২০ টাকা নিয়ে বাড়ী যায়। সব্বির দিন পৌছি।

দয়াল। কি দুঃখ! পুজার সময় আমাদের চাকর
বেতাদার। ৪০।৫০ টাকা নিয়ে বাড়ী যায়। আপনি
এসব কথা ডিপুটী বাবুলকে বলেন না কেন? জমার না
হয় বলনি তোম। এরূপ গোঁড়ের খেয়ে কতদিন বে-
গার পাটবেন?

এবোধ। তাঁকেও বলতে বাকী নাই। গত পুজার
মাসিক পুরস্কার আদায় করি পৌনে ২।৩ টাকা খরচ করে
ডিপুটী বাবুল কাছে গেলাম। সব্বর স্টেসেনে যেয়ে শুন
তিনি বাড়ীতে গিরেচেন, সেখান হতে হেঁটে তাঁর
বাড়ীতে গেলাম, গিরে তাঁকে কেঁদে কেটে সকল দুঃ-
খের কথা বল্লম, তিনি চান্দাদাতাদের প্রতিবেশ
মামে ১।১ খান চিঠি লিখে দিলেন, আমি সেই চিঠি
গুলিকে ইজীকবজের মাথ গলায় বেঁধে খুলে এলাম।

দয়াল। তারপর?

এবোধ। এসে, ডিপুটী বাবুল কাছে চিঠি
লিখে দিয়া দিলেন, তাঁদের কাছে লিখে গেলাম, চিঠি
পেয়ে, কেউ বা ২।৪ টাকা দিলেন, কেউ বা দেই দি
ছি বলে ভাললেন, কেউ বা বল্লেন, আমার ছেলে
এখন একতুলে পড়েলা, চান্দা দেব কেন? কেউ বা ভারি
চটে উঠলেন।

দয়াল। এতেও আবার চটে।

এবোধ। চোইবেল না, আমি তাঁদের মাঝে ডি-
পুটী বাবুল কাছে গেলাম করছি, বলে চটলেন, কেউ
বলতে ২।৪ বল্লেন, এ চিঠিখানিক করায় দিলার

এতদ্বিধার নয়, যে হুজুম আসিল না করে মালিয়া
বীলান হবে। দান করা উচ্ছা, হয় করলাম, না
না করলাম, এতমই সুপারিশ কি?

দয়াল। মশায়ের কথা শুনে আমি একবারে হা
বুজি হয়েছি। দ্বারা পরসাকে এত ভালবাসেন, তাঁর
এখমত স্বাক্ষর করেন কেন? প্রতিজ্ঞা করে পাল
না করা যে ভারি অমর্য।

এবোধ। মশায়, প্রকৃতধর্মজ্ঞান অতি অল্পদে
কের আছে, একবারে মশা কিস্তে, মাম কাটাতে অ
মেকেই মর্জিমা

দয়াল। তবে আপনার উপায়?

এবোধ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্বক) তা
উপায়, বাড়ীতে যা কিছু ছিল, ১ বৎসর পশুর
করে আর সকল গুলি হুংস করলাম। বজ্র কে এ-
তায় করবে? ২ বৎসরে আমার বেতন হল, ৩৩০ টাকা
তার মধ্যে ৭০ টাকা মাত্র পেয়েছি। এতে পোটের
ভাত পৌদের কাপড়ই হওয়া ভার, ভদ্রতা রক্ষাত
পড়ে নকল। আনাদের অপেক্ষা আপনারা সহস্র
গুণে নুখে আছেন।

দয়াল। ঠা এ অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে আমরা
ভালই আছি, বোধ হয়। যাহোক আপনি অন্যত্র
কর্মের চেষ্টা পান। কোন জব্দারের মধ্যে কি কোন
আকিলে——

এবোধ। মশায়, চেষ্টার আর ত্রুটি করি নাই,
গত জ্যেষ্ঠমাসে এখানকার ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের আ-
ফিসে একটা ৮ টাকা বেতনের কথা খালী হয়, ডিপুটী
মাজিষ্ট্রেটই ইংরাজ হলেন ও মশায় আনাদের খুলে
গতে আমন্ত্রণ, তাকেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়
হয়। আমাকে তিনি ঘেঁষ কবড়েন, এই কর্মের জন্যে
তাঁর কাছে আবেদন করলাম।

দয়াল। তাতে ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট কি বল্লেন?

এবোধ। তিনি আমার জেঁদে বল্লেন, আমি ২৪

1992

[illegible]

শাসনভেদে পণ্ডিত উদ্ভাঙ্গনাথের আদর্শ ভাবের কতি
 মেসুরী মার্কিন হ্যাঁ সাক্ষ্যই। জালপত্র হ্যাঁ কতি
 এখানে এসেছে। মুনি কোষটোয় মাড়ী কোথা গিয়ে
 সাহস

ভাষ্য। অতঃপর এই মৌলভীরাও গারিব
জা মুসাফির বান। বিটিক গারিবের
শিখের বেলাই হুদা গারিবের শিখের
এই হুদা গারিবের উল্লিখিত শিখের
গারিব গারিবের গারিব গারিবের
গারিব গারিবের গারিব গারিবের
গারিব গারিবের গারিব গারিবের
গারিব গারিবের গারিব গারিবের

100

100-443887-100

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

দ্বিতীয় পর্বে

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(প্রবোধের জন্যে শ্রী যুগটি নিম্নে সম্বোধন-
 কীকে হোলেই লইয়া একান্ত।)

কলা। (মহোদয়) কলালে কলায়। কলায়।
কলায়। কলায়। কলায়। কলায়।

ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ, ବି. ସେ. ଡେ. ଡି. ସି. ଶା. ଡାକରା
 କରତମ ଶା. କରତମ ଡି. ଶା. ଶା. ଡାକରା

১০৫১

নবী মত পেতে পারেন, যা একবার ভাব্য কাণ্ড প-

১০। শিশুকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই ছেলেটির

আমার দিক ফেঁদে যায়। নৌকে একটা ম-
আমের ভাষে কত কিছু করে, হাঙ্গলক্রমে যদি

কর্তৃক প্রস্তুত করা হইয়াছে।

म. व. १९५७

[illegible]

কেন, কিছু বাস্তবতা
স্বাধীনতা, স্বাধীনতা

[illegible]

প্রজাপতির আচার প্রদর্শন ।

(পত্র প্রদান এবং বোঁকাকে
কোড়ে গ্রহণ।)

[illegible][illegible]

मनीषा, कल्पमि डार कृष्णा कानेश केर
चिठिड, चिठिडहन, कानक नीम, चिठिडहन

১৩. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, অধ্যাপক, অমৃতসর
 ১৪.

সংস্করণ : (অনুলিপি) সাদা পাতার উপর, উল্লিখিত
 সীমাবদ্ধ : এমনভাবে সাদা পাতার উপর সীমাবদ্ধ আকারে
 সীমাবদ্ধ :

[illegible][illegible]

100-443887-100

সব্রে কুণ্ডল আঁধারে সজল নয়নে বে উপ-
দেশ দিয়েছিলে, আমার মনে নিরন্তর তাঁহাই
জাগরুক রহিয়াছে। বোধ হয় শৌভ্রই আ-
মাকে সেই উপদেশানুযায়ী হইতে হইবে।

অধিক কি লিখিব আমি ভাল আছি।
সুযোগ পাইলে বাড়ীর সবিশেষ সংবাদ লি-
খিয়া চিত্তস্থির করিবে।

তোমার

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাস।

সুশীলা। হাই, তবে একখান উত্তর লিখে দা-
ওগে, শুনেছি কালই প্রাতঃকালে ঘোনেদেব বাড়ীর
লোক জাতাইগঞ্জে যাবে।

[প্রস্থান।

ইতি প্রথমঃ।

বসন্ত বর্ণন।

অন্ত্যায়মক।

ঋতুরাজ বসন্ত, সজিত দলবল।
দলিলেন হেমন্তের যত দল বল ॥
ছাপিলেন অবনীতে নব অধিকার।
স্বভাবের শোভা কিবা, কব অধিকার ?
ভাবভরে নবরূপ, ধরিলেন ধরা।
ধরাতে পরার শোভা, নাহি যায় ধরা।
দেখি শুভ দিন ফণ, শুভ তিথি বার।
বসিলেন ঋতুনাথ বিশ্বে দিয়ে শব।
ধীরিলেন নবাকারে, অগ্নীমতা পাশে।
আসক্তি নাহিবা শোভা, করে বাম পাশে ॥
সুভতি কালের সুধাময় চন্দ্রাতপ।
যাখিলোতে শোভে যেন, চাক চন্দ্রাতপ ॥
আশে পাশে প্রকাশে, গগনে যত তার।
জলে জলে জলে যেন, আলো হার তার।
আরাম আশা পান, প্রেম অনুরাগে ॥

দিলেন রসসুভাষ "প্রেম অনুরাগে" ॥
যথাক্রম বন্দী করি, সদা গুন গুন।
যথা তথা গান করে, ঋতুবাণ গুন ॥
অব্যর্থ অকাটা বার, গন্ধ ফুলবাণ।
সেনাপতি মহারথী, সেই ফুলবাণ ॥
পেয়ে গন্ধ বাড়ে মদ, ভাবরসে ফুলে।
সাজালেম ঈশমাজেনী, মানা জাতি ফুলে ॥
ধরিয়। মুকুল বাণ, রহে সহকার।
তুলনা ডাহার আর, দিন সহ কার ?
পাশাশ সিমুল ফুল, বসন্তের রাগে ॥
আগেভাগে রহে, হোয়ে রক্তবর্ণ রাগে ॥
অশোক করিল সবে, ফুটিয়ে অশোক।
বিনতিনী বিবচী না, হইল অশোক ॥
বাতাবি মেঘের কুল শাখি শাখি ফুটে।
গন্ধে বিরহিণী বুকে, যেন বজ্র ফুটে ॥
ভরজ বিহঙ্গ হত, রণবাদ্য করে।
শাখি শাখিগারে, স্বরে রণবাদ্য করে ॥
বসন্ত অধীন দিন, বাড়ে দিন দিন।
নিশা ভয়ে কুণা হোয়ে, দিন দিন প্রীন ॥

মাধ্যমক।

চরম বসন্তকাল, লাল নিবহির।
মনোজ্ঞ কবে কাণ, কাণ নহে স্থির ॥
বিরহত মহন, দহন করে তায়।
সুশীতল বারিতে বারিতে নাহি পায় ॥
চাহে প্রাণ যায় প্রাণ যায়, সে বিহনে।
শবীরের ভার ভার, ভানে যেন যেন ॥
করি ফুলধনু, ফুলধনু সুসজ্জান।
হানে পঞ্চাশ পঞ্চাশ খরশাণ ॥
তাঁহে কুহরবে, কুহরবে অনুকণ।
ডাকিছে দেবে রবে, কার স্থির মন ?
পেয়ে সুধাকর কর, শোভিতা রক্তনীল ॥

সেই বসন্তের, জালা, বেরি শিশামনিঃ

খিরিহনী মনে, মনে কেমনে লে করে ।

যেই তারাপাতি, তারি পতি যুগ করে ॥

এতি ফুল ফুলে রসে, ফুল ফুলে রসে ।

সুখে মধুকার, সুখে পান রসে ॥

মরি কিবা গুণ, গুণগুণ করে মেতে ।

শ্রমরস তার তার গাশি আশোদেতে ॥

মল গন্ধবহ, গন্ধগন্ধ মধুময় ।

সে বাসে বাসে কিছল বিরহিলে রস ॥

কবিবাক্য ।

কোন রসজ্ঞ ডাবুক রসজ্ঞ প্রদোষের স-
মীর মধ্যস্থিত চূড়মণ্ডরীর বর্ণন কারতে অ-
নুরোধ করিলে, তদীয় সহচর জটিল কবি
পঞ্চাঙ্গিষ্ঠিত কবিতাটি রচনা করিলেন—

‘বহুসূর কাঁছে নয় মনসে মনসে ক’

একান্তে এলেনি এ উদ্যোগিনীত

‘রস’ নাহি, মজ্জা ছল, রসনা সমস্ত

হে বিনয়বতি, থাকি জোয়ার অলস

এক রাত্রে মতি’ কাহা মনসে ক’

সবমুকুলিতা-চূড়লতিক, অরুণ

করি, নহি মনোমানে পোহে বসন্ত কয়,

বহুসূর টাঙ্গন শুভে ‘ম, ম, ম, ম’ কয় ।

একজন কবি সরোবরে স্নানার্থ গমন ক-
রিলে তথায় মালকূতা, সর্ষাপমুন্দরী এ-
কটি কামিনী অবগাহন করিয়া কেশ বা-
ড়িতেছে, দেখিতে পাইলেন । কিছু কা-
ল পর কামিনীটি স্বগৃহে গমন করিল,
কবিও স্নান করিয়া গৃহে আইলেন, তাঁহার
রহস্যপ্রিয় বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, “বন্ধো ।
স্নান করিয়া আইলে, ভাল সরোবরতীরে
আশ্চর্যজনক কি দেখিলে বল দেখি ” কবি
নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠ করিলেন ।—

অকস্মৎ জনসংঘর্ষে অহে প্রিয়বর ॥

বারিছে যুক্ততা, মহে বিষম ত্যক্ত,

অপেক্ষিতে আসে রাহু খোঁহিনীমণ,

ইচ্ছা নাহি ম মন কাঁচের পান,

কিন্তু ‘দুঃখ বিজ্ঞান’ কবির কাণ্ড,

অধোগম হলে কাঁচ, স্বর্ণনিগম

জন্মের করিয়া মধু, মনসে পান,

এমন ত ‘মতি’ জামি দেখিলে অপন ।

৥ অকস্মৎ জনসংঘর্ষে অহে প্রিয়বর ॥

রপজিনি বিধুসংস্রমকু মাদ শীতকৃতিঃ ।

ইদন্ত মহাস্রুতঃ নরমপাশি বিজ্ঞানতা

বলদ্বিকমকাতম ইয়মধোগমঃ নৃত্যতি ॥

ক ইয়াং সজ্জা দুঃখসং মুখপাতে, জনমলহ,

এসক’ ত্যক্তাছে বিনয়বতি নেবাশি রজনীত

মণীরেখাটেকতঃ নরকুণ্ডলিতা চূড়লতিক

দুঃখাং যজ্ঞিনঃ নহি মতি মজ্জাতে ব কৃততে ॥

এই মাসিকপত্রিকা ঢাকা-মোগলটুনির মূলভবতে
মুদ্রিত হইয়া প্রতি মাসে ত্রিকালিণীম নিহ কবুক
প্রকাশিত হয় ।

